আহমদীয়া মুসলিম জামাত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইসলামের পুনর্জাগরণ-পুনর্বাসন কল্পে প্রতিষ্ঠিত সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল একটি সংগঠন। ১৮৮৯ সনে প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায় বিশ্বের ২০০টির অধিক দেশে বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১০ মিলিয়নের অধিক। এই জামাতের বর্তমান কেন্দ্র যুক্তরাজ্যে অবস্থিত।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, একমাত্র ইসলামী সংগঠন যারা বিশ্বাস করে যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (https://www.alislam.org/topics/messiah/) (১৮৩৫-১৯০৮) সাহেবেই সেই প্রতিক্ষিত মসীহ্ মওউদ যার আগমনের অপেক্ষায় দীর্ঘকাল থেকে মানুষ প্রহর গুণছে (https://www.alislam.org/topics/messiah/)। হযরত আহমদ (আ.) দাবি করেছেন যে, তিনিই প্রতিশ্রুত মাহ্দী এবং রূপক অর্থে হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমন, যার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) করে গেছেন। (https://www.alislam.org/holyprophet/)। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বাস করে যে, খোদা তা'লা ধর্মযুদ্ধ রহিত করা, রক্তপাত বন্ধ করা, নৈতিক মানোন্নয়ন এবং সততা, ন্যায়বিচার ও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য (https://www.alislam.org/Allah/) হযরত আহমদ (আ.)-কে হযরত ঈসা (আ.) এর (https://www.alislam.org/topics/jesus/) গুণে গুণান্বিত করে প্রেরণ করেছেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে ইসলামের এক অসাধারণ পুনর্জাগরণের সূচনা হয়েছে। ইসলামের প্রকৃত এবং মৌলিক শিক্ষাকে তুলে ধরার মাধ্যমে তিনি বলিষ্ঠভাবে ইসলামে যেসব গোঁড়া বিশ্বাস ও রীতিনীতি অনুপ্রবেশ করেছিল তা নির্মূল করেছেন। এছাড়া তিনি জরাথুস্ত্র, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা (https://www.alislam.org/topics/jesus/), কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কনফুশিয়াস, লাও তাযু এবং গুরু নানকের মত মহান ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা ও পুণ্যাত্মাদের মহান শিক্ষারও সত্যায়ন করেছেন এবং কিভাবে এই সমস্ত শিক্ষা প্রকৃত ও সত্য ইসলামী শিক্ষায় একাকার হয়ে গেছে তাও ব্যাখ্যা করেছেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত মুসলমানদের একমাত্র জামাত যারা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সকল প্রকার সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। শতাধিক বছরকাল পূর্বে হযরত আহমদ (আ.) দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামে আক্রমণাত্মক অর্থাৎ 'তরবারির জিহাদ'-এর কোন স্থান নেই। এর পরিবর্তে, ইসলামের সুরক্ষাকল্পে তিনি স্বীয় অনুসারীদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে 'কলমের জিহাদ (/library/articles/jihad-of-the-pen/)' আরম্ভ করার শিক্ষা দেন। এ লক্ষ্যে আহমদ (আ.) ৯০টির অধিক পুস্তক (https://www.alislam.org/books/) এবং দশ হাজারের অধিক পত্র লিখেন, শত শত বক্তৃতা প্রদান করেন আর অসংখ্য বিতর্কে অংশ নেন। ইসলামের সুরক্ষায় তাঁর

ক্ষুরধার এবং যুক্তিসিদ্ধ কর্মসমূহ মুসলমানদের প্রচলিত ধ্যানধারণার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। ইসলামের পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত অহরাত্র অপরাপর মুসলমানদের ভয়াবহ বিরোধিতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে হযরত আহমদ (আ.)-এর শান্তিপূর্ণ ও সহনশীল শিক্ষার প্রচার করে চলেছে।

এছাড়া আহমদীয়া মুসলিম জামাত হলো একমাত্র ইসলামী সংগঠন যারা রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথক প্রথক কর্মগণ্ডিতে বিশ্বাসী। প্রায় একশত বছরের অধিককাল পূর্বে আহমদ (আ.) স্বীয় অনুসারীদের আত্মসুদ্ধির মাধ্যমে যেখানে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার নির্দেশ দেন সেখানে রাষ্ট্রের সুনাগরিক হওয়ার শিক্ষাও প্রদান করেন। তিনি কুরআনের আয়াতের অযৌক্তিক ব্যাখ্যা এবং ইসলামী আইনের অপপ্রয়োগের বিষয়েও সতর্ক করেছেন। খোদার সৃষ্টির অধিকার রক্ষার বিষয়ে তিনি সর্বদা সংবেদনশীল ছিলেন। আজ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এবং ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার জোর প্রবক্তা হিসেবে আহমদীয়া জামাত কাজ করে যাচ্ছে। নারীশিক্ষা এবং সমাজে নারীদের যথাযথ মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে এ জামাত সর্বাগ্রে রয়েছে। এই জামাতের সদস্যরা বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি আইন মান্যকারী, শিক্ষিত এবং সোচ্চার মুসলমান।

একজন কেন্দ্রীয় ঐশী নেতার অধীনে, যিনি ইসলামের খলীফা হিসেবে পরিচিত, আহমদীয়া মুসলিম জামাত বর্তমানে সবচেয়ে অগ্রগামী ইসলামী সংগঠন। প্রায় শতাধিক বছরকাল পূর্বে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) স্বীয় অনুসারীদের খিলাফতের (https://www.alislam.org/topics/khilafat/) (নবীর স্থলাভিষিক্ত ঐশী ব্যবস্থা) মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষাকে সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে খোদার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়েছেন। এই জামাত বিশ্বাস করে যে, কেবলমাত্র ঐশী খিলাফত ব্যবস্থাই ইসলামের প্রকৃত মূল্যবোধের সুরক্ষা করতে সক্ষম এবং মানবজতিকে এক করতে পারে। ১৯০৮ সনে হযরত আহমদ (আ.) এর মৃত্যুর পর থেকে এখন পর্যন্ত পাঁচজন খলীফা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। এই জামাতের পঞ্চম এবং বর্তমান ঐশী নেতা, ইসলামের খলীফা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (http://www.khalifaofislam.com/) এখন যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন। ইসলামী খিলাফতের তত্ত্বাবধানে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এখন পর্যন্ত ১৬,০০০ এর অধিক মসজিদ, ৫০০ এর বেশি বিদ্যালয় এবং ৩০ এর অধিক হাসপাতাল নির্মাণ করেছে। এই জামাত ৭০টির অধিক ভাষায় পবিত্র কুরআনের (https://www.alislam.org/quran) অনুবাদ প্রকাশ করেছে। প্রচার মাধ্যম, মুদ্রণ ব্যবস্থা (Islam International Publications), ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট alislam.org (http://www.alislam.org/) এবং একটি সার্বক্ষণিক টেলিভিশন চ্যানেল এমটিএ (http://www.mta.tv/)-এর মাধ্যমে এটি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং শান্তি ও সহনশীলতার বাণী প্রচার করে চলেছে। একটি স্বতন্ত্র দাতব্য প্রতিষ্ঠান Humanity First (http://www.humantyfirst.org/)-এর মাধ্যমে দুর্যোগের

সময় আন্তর্জাতিক ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।